Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ মে, ২০২১

৪৪ বর্ষ ২১ সংখ্যা ২৪ মে, ২০২১, সোমবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮

চিরকুমার দত্ত প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ মে : বর্ধমান শহর ও সদর এলাকার বিশিষ্ট সমবায়ী ও সিপিআই(এম) দরদী চিরকুমার দত্ত (৯৪) গত ২০ মে প্রয়াত হয়েছেন। বর্ধমান শহরের বিজয়তোরণ সন্নিকটে 'যুগ সাহিত্যভবন' নামে একটি পুস্তক বিপণী চালাতেন। তাঁরই এই বিপণীতে পাওয়া যেত মার্কসীয় চিরায়ত সাহিত্য ও প্রগতিশীল গ্রন্থ। তিনি গণশক্তি পত্রিকার এজেন্ট ছিলেন। সেইসঙ্গে জন্মলগ্ন থেকেই 'নতুন চিঠি' পত্রিকাও বিক্রি করতেন। গত বছর লকডাউনের আগে পর্যন্ত তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন চিঠি পত্রিকা বিক্রি হতো। তাঁর মৃত্যুতে নতুন চিঠি পরিবার শোকার্ত। গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। তিনি এক পুত্র, এক কন্যা নাতি-নাতনী সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন।

চিত্তরঞ্জন সালানপুরে রাতে বিরেতে রেড ভলানটিয়ারাই পাশে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সালানপুর বর্ধমান : ওরা অদম্য। লকডাউনের আগেও। লকডাউনে আরো প্রবল। একদিকে যেমন অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে দৌড়েচ্ছেন করোনা আক্রন্তের বাড়ি। অন্যদিকে অসহায় রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসছেন অটো ভারা করে। ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন কিম্বা প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করে দিচ্ছেন। আক্রান্ত রোগীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন ওষুধ, খাবার। রোগ নিরাময়ের পর ঘরবাড়ি সানিটাইজ করছেন পরম যত্নে। রোগীর প্রয়োজনে দিচ্ছেন রক্তও। ওরা চিত্তরঞ্জন সালানপুরের রেড ভলান্টিয়ার। প্রলয়, আবীর, কল্লোল, রূপন, রাজা, সৌরভদের মতো স্বেচ্ছসেবকদের তালিকা প্রতিদিন ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। এক ভয়ঙ্কর মহামারীতে যখন সবাই আতঙ্কিত ওরা তখন অকুতোভয়। চিত্তরঞ্জন থেকে সালানপুর বিপন্ন মানুষের খবর পেলেই ওরা ছুটে যাচ্ছেন। হোয়াটসঅ্যাপে আদানপ্রদান করে নিচ্ছেন প্রয়োজনীয় তথ্যের। কোথায় বেড, কোথায় কোথায় ওষুধ, কোথায় গাড়ি, কোথায় ডাক্তার প্রতি মুহূর্তে জরুরী সংবাদ আদানপ্রদান করে নিচ্ছেন নিজেদের মধ্যে।

এতসবের পরও মৃত করোনা আক্রন্তের সৎকারেও হাত লাগিয়েছেন এরা। ওরা অদম্য নির্বাচনের পরাজয়ের গ্লানি ওদের ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ করলেও বিপন্ন মানুষের ডাকে ওরা চঞ্চল। পরম যত্নে কাঁধে লাল পতাকা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ছুটে যাচ্ছেন আর্ত মানুষের পাশে। মানুষও সব ভুলে গিয়ে ওদের গ্রহণ করছেন সর্বাত্মকরণে। কোন দাদার ভ্রুকুটি এখনও ওদের পথ আগলাতে পারেনি। রূপনারায়নপুরের সব্জিবাজারের ব্যবসায়ী সমিতি আরো একধাপ এগিয়ে রেড ভলান্টিয়ারদেরই ডেকে নিলেন বাজার স্যানিটাইজ করতে। উপকৃত রোগীর আত্মীয়েরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন সোস্যাল মিডিয়ায়। চিত্তরঞ্জন রূপনারায়ণপুর সালানপুরের মানুষ এই মুহূর্তে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের পর ভরসার স্থল হিসাবে দেখছেন রেড ভলান্টিয়ারদেরই।

গণপরিবহন বন্ধ থাকার ফলে আমাদের কর্মীরা নিয়মিত অফিসে আসতে পারছেন না। ছাপার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। আগামী ৩১ মে সংখ্যাটি আমরা বন্ধ রাখছি। ৭ জুন থেকে পুনরায় নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হবে। কর্মাধ্যক্ষ—নতুন চিঠি

করোনা মহামারিতে অক্সিজেনের আকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ মে : অতিমারি করোনা সংক্রমণ দ্বিতীয় পর্যায়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্য সুবিধার অভাবে মানুষ হেলায় প্রাণ হারাচ্ছেন। এর মাঝেই একদল কালোবাজারিদের সামনে অতি মুনাফার সুযোগ চলে এসেছে। সংকটগ্রস্ত রোগীরা অক্সিজেনের অভাবে জীবন সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন। মুনাফালুটেরারা অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুত করে চড়া দামে বিক্রি করছে। পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত অক্সিজেন সিলিন্ডার উদ্ধার করছে এবং দোষীদের আটক করছেন। মানুষ দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছেন। অক্সিজেনসহ প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ বাড়াতে হবে।

অক্সিজেন কনসেনট্রেটর তৈরি করল এন.আই.টি দুর্গাপুর

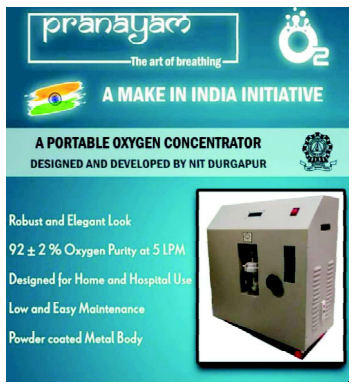

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২২ মে : দেশে যখন কোভিডের ২য় তরঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে লাগামছাড়া গতিতে, হাসপাতালে বেডের অভাব, অ্যাম্বুলেন্সের চড়া ভাড়া ও অক্সিজেনের অভাবে অকাল মৃত্যু বাড়ছে আগের রেকর্ড অতিক্রম করে এবং টীকাকরণের জন্য চতুর্দিকে হাহাকার, সেসময়ে আশার কথা শোনালো রাজ্যের দুর্গাপুরের এন আই টি। সেখানকার মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক শিবেন্দু শেখর রায়ের নেতৃত্বে একটি টিম দেশীয় প্রযুক্তিতে সফলভাবে তৈরি করলেন মিনিটে পাঁচ থেকে আট লিটার অক্সিজেন দিতে পারঙ্গম 'প্রাণায়ম' নামক যন্ত্রটি। জানা যায় যে সংস্থার নির্দেশক অধ্যাপক অনুপম বসু বলেছেন মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পে তৈরি হয়েছে এই যন্ত্র। ওয়েবসাইটে খবর পেয়ে বহু সংস্থা এই যন্ত্র তৈরির প্রযুক্তি পেতে চাইছেন। যন্ত্রটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ত্রিশহাজার টাকার মধ্যেই। সুতরাং প্রযুক্তি হস্তান্তরিত করা হবে শর্তাধীনে। এই অতিমারিতে মানুষের মৃত্যু ঠেকাতে কম খরচে অক্সিজেন দিতে যাঁরা ইচ্ছুক, অর্থাৎ মুনাফা কম করে দাম ত্রিশহাজার টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন যাঁরা, তারাই পাবেন এই সুযোগ।

ভ্যাকসিন প্রক্রিয়া বন্ধ মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ২১ মে : ফের বন্ধ ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া। এদিন মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে ভ্যাকসিন নিতে আসা রোগীরা সকলেই ফিরে যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নোটিশ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে, ভ্যাকসিন না থাকার জন্য এই মুহূর্তে ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া বন্ধ থাকবে। নির্দিষ্টভাবে কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি যে, পুনরায় আবার কবে শুরু হবে ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া। স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত রোগীরা দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন নিতে আসছেন, তারা এসে হয়রানির শিকার হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের। গৌতম পাল জানান, এসে দেখলাম ভ্যাকসিন দেয়ার রুমের দরজা নোটিশ বোর্ড এ লেখা আছে ভ্যাকসিনেশন এখন বন্ধ আছে। আবার যে কবে ভ্যাকসিন দেয়া হবে তার কোন ঠিক নেই। হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। রোদ গরমে কষ্ট হচ্ছে। তাদের অভিযোগ নির্দিষ্টভাবে তারিখ উল্লেখ করে দেওয়া হোক ঠিক কবে আবার ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে। এ বিষয়ে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক হর্ষ ঘোষ বলেন, ভ্যাকসিনের স্টকে না থাকার জন্য ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব যত হচ্ছে না জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, খুব দ্রুত আবার ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

ভলেন্টিয়ার্স দাগ কাটছে খুদে পড়ুয়ার মনেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৪ মে : করোনা পরিস্থিতিতে জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে রেড ভলেন্টিয়ার্স কর্মীদের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, শুধু বড়দেরই নয়। চরমভাবে দাগ কেটেছে খুদে পড়ুয়াদের মনেও। তাই টিফিনের পয়সা থেকে জমানো অর্থ এক ক্ষুদে পড়ুয়া তুলে দিল রেড ভলেন্টিয়ার্স-এর কর্মীদের হাতে। ঘটনাটি ঘটে আজ পূর্বস্থলী থানার পাটুলিতে। এখানকার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ইরম সুলতানা রেড ভলেন্টিয়ার্স কর্মী প্রবীর দেবনাথের হাতে সাতশো টাকা তুলে দেয়। গতকাল গভীর রাতে খবর পাওয়া যায়, নাদনঘাট থানার খরশগ্রাম কালিবালা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ শাহানার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়ে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। খবর পেয়ে পূর্বস্থলী এলাকার রেড ভলিন্টিয়াররা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে তাঁর বাড়ি পৌঁছে যায়। রেড ভলান্টিয়ার্সকে সাহায্যে এগিয়ে আসছেন বহু মানুষ।

কালনা-২ ব্লকের বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুলটি গ্রামের একই পরিবারের ৩ জন করোনা আক্রান্ত হন। তার মধ্যে একজন মারাও যান। ২১ মে রেড ভলেন্টিয়ার-এর পক্ষ থেকে ত্রিদিব চ্যাটার্জী ও অর্পণ কুমার সেই বাড়িতে স্যানিটাইজ করতে আসেন। পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয় তোমরা এই কাজকে আরো যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো, তাতে আমাদের পরিবার থেকে যৎসামান্য সাহায্য করতে চাই। রেড ভলেন্টিয়ার কর্মীদের হাতে এদিন বেশ কিছু ঔষধ ও একটি খালি অক্সিজেন সিলিন্ডার তুলে দেওয়া হয়।

মহকুমা শাসককে রেলওয়ে হকারদের স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ মে : সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী হকারদের ভ্যাকসিন দেওয়ার লক্ষ্যে যে পদ্ধতিতে হকার চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাতে প্রকৃত রেলওয়ে হকাররা ভ্যাকসিন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সঠিক পদ্ধতিতে হকার চিহ্নিতকরণ করে সমস্ত হকারকে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবি নিয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কালনা মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই স্মারকলিপি প্রদানে অংশগ্রহণ করেন—সঞ্জিত মুখার্জি, অজয় দাস, তাপস দেবনাথ, নীলকমল দাস প্রমুখ। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার আগে কালনা মহাকুমা শাসক সুমন সৌরভ মহান্তির সঙ্গে হকার প্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভ্যাক্সিনেশনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে রেজিস্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠনগুলির সহায়তা নেওয়া হোক। আলোচনা শেষে মহকুমা শাসক এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

মেমারিতে লক্ষাধিক টাকার মদ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২০ মে : বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে করোনার সাথে মোকাবিলা করতে সরকার থেকে সাধারণ মানুষ একজোট হয়ে কোমর বেঁধেছে এবং পূর্ণ লকডাউনের ফলে সাধারণ মানুষের পেটের ভাত জোগাড় করতে নাভিশ্বাস উঠেছে ঠিক সেই সময় বেশ কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা জীবনদায়ী অক্সিজেন থেকে শুরু করে রেশন সামগ্রী এবং মদের কালোবাজারি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ লুটছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ মেমারি শহরের ২টি হোটেল ও ২ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করে বিপুল পরিমাণের মদ। গ্রেপ্তার ৪। ধৃতদের নাম সন্তোষ দত্ত, অভিজিত দে, স্নেহাদ্রী বাঙাল, বিমল মণ্ডল। একটি স্কুটিও আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর লকডাউনের সময় চড়া দামে বিক্রি করার জন্য মদ মজুত করে রেখেছিলো। ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে হোম ডেলিভারি করা হতো।

চারটি অক্সিজেন সিলিন্ডার উদ্ধার, অভিযুক্ত পুলিশ হেফাজতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৭ মে : গত কালকের পর আজ সকালে ফের হানা দিয়ে আরো চারটি অক্সিজেন সিলিন্ডার উদ্ধার করল মেমারি থানার পুলিশ। এদিন সকালে মেমারি ২ ব্লকের পাহাড়হাটি জাবুই এলাকা থেকে, অভিযুক্ত দীপঙ্কর দত্ত অপর একটি রান্নার গ্যাস গোডাউনের হানা দিয়ে আরও চারটি অক্সিজেন সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করে। সব মিলিয়ে ২ দিনে মোট ১৪টি অক্সিজেন সিলিন্ডার উদ্ধার করল মেমারি থানার পুলিশ।

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২১

'নতুন চিঠি'-র শারদ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবারে লেখা ই-মেল-এ পাঠাতে হবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২১। মৌলিক লেখা দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কঠিন সময়ে শারদীয় প্রকাশ একটা চ্যালেঞ্জ। পত্রিকার কলেবর ছোট রাখতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছে নতুন চিঠি। তাই গল্প, প্রবন্ধ, বিশ্লেষণাত্মক লেখার আয়তন যতটা সম্ভব ছোট রাখার বিনীত আবেদন থাকছে। লেখা পাঠানোর Mail Id : sharadiyanc@gmail.com

নতুন চিঠি

২৪ মে, ২০২১

ভারতের দারিদ্র্য ও ছোট্টো রাজ্য কেরালা

দারিদ্র্যের ভিত্তিতে ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির একটি তালিকা সংকলিত হয়েছিল ২০১৩ সালে প্রকাশিত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্টে। এমআরপি-খাতের উপর ভিত্তি করে সেসময় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের শতকরা হার নিরূপণ করা হতো।

সেই তালিকায় গোয়া ছিল এক নম্বরে। দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে তারা ছিল সবচেয়ে নিম্নমানে। মাত্র ৫.০৯ শতাংশ। কেরালায় দারিদ্র্য আর একটু বেশি ছিল, ৭.০৫ শতাংশ। তাই তারা ছিল দ্বিতীয় স্থানে। তখন সারা দেশের জাতীয় গড় পরিসংখ্যান ছিল ২১.৯২ শতাংশ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ছিল ১৭তম স্থানে। দারিদ্র্যের গড় ছিল ১৯.৯৮ শতাংশ।

২০১৪ সালে সমগ্র দেশকে হতদরিদ্রদের থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারতে দারিদ্র্যের মধ্যে কত মানুষ বাস করছেন, তার খতিয়ান নেবার জন্য এ যাবৎ দেশে ৬টি সরকারি কমিটি গঠিত হয়েছে। ১৯৬২ সালের কার্যকরী গোষ্ঠী, ১৯৭১ সালে ভিএন দাণ্ডেকর ও এন রথ কমিটি, ১৯৭৯ সালের ওয়াই কে আলাগ কমিটি, ১৯৯৩ সালের ডিটিলাকড়াওয়ালা কমিটি, ২০০৯ সালের সুরেশ তেণ্ডুলকর কমিটি এবং ২০১৪ সালের সি রঙ্গরাজন কমিটি।

রঙ্গরাজন কমিটির রিপোর্ট মোদী সরকার গ্রহণ করেনি। সেজন্য এখনও তেন্ডুলকর কমিটির দারিদ্র্যসীমা অনুসারে দেশে দারিদ্র্যের নিরূপণ করা হয়। সে হিসেবে ভারতের ২১.৯ শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন, সেটাই ধরে রাখা হয়েছে।

২০১৭-১৮ সালের ন্যাশনাল স্ট্যাটিসকাল অফিস পরিবারভিত্তিক গ্রাহক খরচের একটি রিপোর্ট তৈরি করে। কিন্তু সেটাও ২০১৯ সালে উপেক্ষা করেছে দ্বিতীয় মোদী সরকার। ফলে ভারতের দারিদ্র্য সম্পর্কিত কোনও সাম্প্রতিক খতিয়ান অর্থাৎ আপডেট তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে অক্সফোর্ড পভার্টি অ্যানড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ সম্প্রতি যে সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, সেখানে ভারতের ২০১৫-১৬ সালের পরের কোনো খতিয়ান নেই।

সমাজবিজ্ঞানী এস সুব্রমনিয়ন একটি ফাঁস হওয়া নথির মাধ্যমে দেখিয়েছেন ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ সালে এ দেশে গরিব মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৫২ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫ কোটি ২০ লক্ষ।

দেশে আচ্ছে দিনের এই বাস্তব অবস্থানে ছোট্ট অঙ্গ রাজ্য কেরালা গত দেড় বছর ধরে শুধু কোভিড মহামারী জনিত সমস্যার মোকাবিলা করছে না, তারা দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অনুসরণযোগ্য উদাহরণ তৈরি করছে।

সম্প্রতি কেরালার পুর্ননির্বাচিত নতুন সরকার তাদের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের প্রথম এবং প্রধান কর্মসূচিই হবে দারিদ্র্য দূরীকরণ, পশ্চিমবঙ্গের মমতা সরকার কী ভাবছেন কিছু!

অতিমারি করোনা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ মে : কালনা মহকুমা শাসক দপ্তরের মাইনরিটি হলে আজ একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সহ কালনা মহকুমার সমস্ত প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে অতিমারি করোনার হাত থেকে কি রক্ষা পাওয়া যায় এবং প্রশাসন থেকে কি কি করণীয় কাজ তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সগুলি যাতে সহযোগিতা প্রদান করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অতিমারিকে হারাতে বেশি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বেশি করে পোস্টার ও হোর্ডিং লাগাতে হবে যাতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেশি করে বৃদ্ধি পায়। মাইকের মাধ্যমে বেশি করে প্রচার করতে হবে। সেফ হোমের ব্যাপারে আরো নিবিড় ভাবে কাজ করতে হবে। হাসপাতালে রোগীরা যাতে হয়রানি না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জীবনের ঝুকি রাত দুপুরে অক্সিজেন পৌঁছালো রেড ভলেন্টিয়ার্স

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২২ মে : রীতিমতো জীবনকে বাজি রেখে রাত দুপুরে শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীর বাড়ি অক্সিজেন সিলেন্ডার পৌঁছালেন রেড ভলেন্টিয়ার-এর সৈনিকরা। এই চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি গতকাল রাতে করেছেন পূর্বস্থলীর রেড ভলেন্টিয়ার্স। রাত সাড়ে বারোটায় রেড ভলেন্টিয়ারদের কাছে ফোন আসে, যে দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনারুদ্র গ্রামের গৌরাঙ্গ সরকার নামে এক বৃদ্ধ ক্যানসার রুগী। তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। কোথাও অক্সিজেন সিলিন্ডার না পেয়ে তারা রেড ভলেন্টিয়ারদের কাছে ফোন করেছে। কোনরকম কালবিলম্ব না করে রেড ভলেন্টিয়ার্স সৈনিক সুমন্ত মুণ্ডারী, প্রবীর দেবনাথ, টিঙ্কু দাস, সুভাষ সাহা, শুভ শীল প্রমুখরা বাইকে সিলিন্ডার চাপিয়ে রাতেই দুর্গম পথে বেরিয়ে পড়েন। তারা রাত একটা নাগাদ গৌরাঙ্গ সরকারের ঘরে পৌঁছে যায় অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে। অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাথে সংযোগ করার পর গৌরাঙ্গ বাবুর শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্তি পান।

বামফ্রন্টের নির্বাচনী বিপর্যয় : একটি পর্যালোচনা

সুকান্ত ভট্টাচার্য

গত এপ্রিল-মে মাসে ভারতীয় গণতন্ত্রের উৎসব সংঘটিত হতে দেখা গেল পাঁচটি রাজ্যে করোনা অতিমারির মহাকালের রথচক্রে। সকল রাজ্যবাসী তাদের ভোটদানের অধিকার করোনার ভয়ার্ত পরিবেশে প্রয়োগ করতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও তার ব্যতিক্রম নয়। শীতলকুচি ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় অনভিপ্রেত হত্যা ও বোমাবাজির মতো ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদ দিলে মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে। ভোটে বহু দল অংশ নিলেও দেখা গেল ২ মে ফল প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির স্পষ্ট মেরুকরণ ঘটে গেছে—একদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যদিকে একটি ভদ্রোচিত সংখ্যায় জিতে ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ। স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির এই চিত্র বিরলতম এই কারণে যে বামপন্থী কোনো দলই কোনো একটি আসনেও জিতে আসতে পারেনি। নির্বাচনে এই ভরাডুবির কারণ নির্ণয়ের অনেক ব্যবচ্ছেদ হয়েছে। সামাজিক মাধ্যম, গণমাধ্যমের বৈকালিকের সভায় অনেক পণ্ডিতের বিশ্লেষণও শুনেছি। আমি সে অর্থে পণ্ডিত নয়। আপনাদের অনেকের মাথায় যেগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে সেগুলিকে বিন্যস্ত করে এই লেখা।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এই নির্বাচন অন্য অনেকগুলি দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তথাকথিত 'সেক্যুলার' ও 'কম্যুনাল' বিভাজিকা টেনে আর ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না কারণ বিগত ৩৪ বছরে এবং গত ১০ বছর ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী শোনানো সত্ত্বেও ভারতীয় জনতাপার্টি এই নির্বাচনে হিন্দু ভোটের ৫০ শতাংশ লাভ করেছে এবং ৩৯ শতাংশ পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনের ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট বলা চলে রাজনীতিকভাবে শুধুমাত্র দ্বি-মেরুতে বিভাজিত হয়েছে শুধু নয় সাম্প্রদায়িক মেরুকরণও ঘটে গেছে তলে তলে। পরাজিত হলেও ভারতীয় জনতাপার্টির লাভ হয়েছে অনেক বেশি। এ কথাটা স্মরণ রেখেই আগামী দিনের রাজনীতি করতে হবে। শাসকদলের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে এই রাজ্যের মুসলিম ভোটারদের ৭৫ শতাংশ লাভ করে। মুসলিমদের কাছে যেতে পারাটাই যদি ধর্মনিরপেক্ষতা হয় তবে শাসকদল সেই কাজে শতভাগ সফল। আবার যে অসংখ্য নিম্নবর্গীয় মানুষ একদা বামফ্রন্টকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে আনতো তারা এখন জোরালো হিন্দুত্বের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে। বামফ্রন্টের 'ভদ্রলোক', কলঙ্কহীন সাদা পোশাক তাদের মনে আর আলোড়ন তুলছে না। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত গ্রামবাংলায় যে দারিদ্র ছিল এখন তা নেই যেটার জন্য সেই বামফ্রন্টই প্রশংসা পেয়েছে সারা ভারতে দৃষ্টান্ত রেখে। এটা মনে রাখা দরকার ছিল দারিদ্র বিলুপ্তি ঘটার সাথে সাথে, গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার হয় কাছাকাছি বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় স্থাপনাও ফলশ্রুতিতে। বামেরা সেই কাজেও সফল হয়। কিন্তু তারও এক দশক পরে স্কুল-ছুট, কলেজ-পাস করা অগণিত শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা হাপিত্যেশ করে বসে থাকে চাকুরির জন্য। ১৯৯৮ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশন করে প্রতি বছর বেশ কয়েক হাজার ছেলে-মেয়ের শিক্ষকতার ব্যবস্থা করা গেছিল। যারা চাকুরি পেল তারা কারা—অধিকাংশই স্নাতকোত্তর, সঙ্গে বি.এড ডিগ্রি প্রাপ্ত। বাকি নতুন নতুন কলেজ থেকে পাশ করা যুবক-যুবতীরা কি পেল? ১৯৯১ সালে উদারীকরণের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতীয় রাষ্ট্র ক্রমাগত সার্ভিস সেক্টর থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার জন্য সরকারি চাকুরিতে কর্মী নিয়োগ কমতে শুরু করল। বামফ্রন্ট সরকার সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপন করে এই ঘাটতি মেটাতে চাইল। নিঃসন্দেহে সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা হলে অগণিত অনুসারি শিল্প হতো, তাই কর্মসংস্থান হতো। কিন্তু সেটাও বাস্তবায়িত হল না পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য। শিল্পের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন রাস্তা, বিদ্যুৎ ও জলের ব্যবস্থা করে বলা যেত কোনো কোম্পানি সেখানে চাষিদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে জমি কিনতে পারত। টাটাদের সেই ক্ষমতাও ছিল। একটা বামপন্থী সরকার কিভাবে 'অনিচ্ছুক' কৃষকদের জমি নিয়ে এক শিল্পপতির হাতে দিয়ে দিতে পারে এটা অনেক বুদ্ধিজীবীর মাথায় ঢোকে না। কারখানা স্থাপিত হয়েও আরম্ভ করা গেল না বিরোধী দলের দাপটে। সেখানেও সরকার আত্মসমর্পণ করে। তাছাড়া ২০০৬ সালে একটা সিঙ্গুর করার ব্যর্থ প্রয়াস আমজনতার মন থেকে বামেদের মুছে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাজনীতির মহাকালের রথচক্রে সিঙ্গুর ক্রমশ শ্মশানে পরিণত হয়—এটা সত্যিকারের শ্মশান নয়, রাজ্যের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর স্বপ্নের এক শ্মশানভূমি!

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রথমত কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গঠন করা হল। রাজ্যের যারা বামেদের ঐতিহ্যের অনুসারি তারা কিভাবে ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত নকশাল-নিধনকারী, বিনাবিচারে বামপন্থীদের আটকে রাখা, হত্যাকারি একটা দলকে সমর্থন করবেন, সব ভুলে গিয়ে? হিসেব করে দেখবেন যেখানে বাম প্রার্থী ছিল না বাম সমর্থকরা ভোট নষ্ট না করে হয় ভাজপাকে দিয়েছে নতুবা শাসক দলকে দিয়েছে। শুধু কংগ্রেস নয়, এক আনপড় নতুন একটি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী চাপিয়ে থাকা আই.এস.এফ-কে ও জোটের শরিক করতে হল ভোটের অংক বিচার করে। কি ভেবে করা হল : মুসলিম ভোট যাতে আবার ঝুলিতে ফিরে আসে? এই রাজ্যের মুসলিমদের তোষণ করে যদি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুশীলন করতে হয় তবে তো সেই কাজে শাসক দল ১০০ শতাংশ সফল। হিন্দুত্ববাদের নতুন জোয়ারে রাজ্যের মুসলিমরা নিজেদের সুরক্ষার জন্যই শাসক দলকে বেছে নিয়েছে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে যে নির্বাচনি ইস্তেহার প্রকাশ করা হল তার তিনটি মূল কথা—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বেকারদের চাকুরি। শিক্ষার বিস্তার যদি বলেন তা শাসকদল অনেক বেশি করেছে। বামেরা যেমন নিত্য নতুন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল, এখনকার শাকদল অনেক গুণ বেশি করে ফেলেছে, জাতীয় এন.এস.ও তথ্য তাই প্রমাণ দিচ্ছে। আর স্বাস্থ্যের কথা বলছেন—যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে গ্রামীণ স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল? চৌত্রিশ বছরে বর্ধমান জেলা হাসপাতাল ছাড়া আর কি বড় পরিবর্তন হয়েছিল, প্রশ্ন জাগে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা বাড়ানো যায়নি। কেন সুদূর রায়না থেকে, মঙ্গলকোট থেকে, কালনা থেকে রোগীকে বর্ধমানে এসে চিকিৎসা করাতে হবে? কেন চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে ঢেলে সাজানো যায়নি? গ্রামের গরিব মানুষ যখন এখনও ছটফট করে মরে বিনা চিকিৎসায় তখন তাদের চোখে সরকার পরিচালনাকে দেখা উচিত। এখন আপনারা হাসপাতালে দালালচক্র নিয়ে হৈহৈ হচ্ছে। ঠিকই, তখন হাসপাতালে রোগী ভর্তি করতে স্থানীয় নেতার সুপারিশ কি লাগত না? মানুষ যে এগুলি এখনও ভোলেনি। আর প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা আমাদের রাজ্যে দশ বছরে হবার কথা নয়।

এবার আসি শিক্ষিত বেকারের চাকুরির প্রসঙ্গ। অবশ্যই শিক্ষান্তে চাকুরি চাই। ভালো লাগত যদি আগামী ২ বছরের মধ্যে আমাদের রাজ্যের সকল স্নাতক-স্নাতকোত্তর বেকারের চাকুরি হয়ে যেত। কিন্তু কোথায় হবে? ভারতীয় রাষ্ট্রের সেবা কাজের পরিধিটাই সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে ক্রনি পুঁজির সৌজন্যে। আর নির্বাচনের কথা যদি বলেন এই শিক্ষিত বেকারদের সরকারি চাকুরি দেবার চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে গেছে বিনা পয়সায় রেশন। ২ শতাংশ শিক্ষিত বেকার যদি শাকদলকে ভোট না দেয় তাতে শাসকের কি যায় আসে। যারা রেশন পাচ্ছে, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়ে হাজার হাজার টাকা অনুদান পাচ্ছে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, রূপশ্রী, ঐক্যশ্রীর প্রকল্পে, তারা, তাদের মা বাবা তো শাসকদল দলকেই ভোট দেবেন। এটা বুঝে শিক্ষিত ভদ্রলোক তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। নতুন তরতাজা উচ্চ-শিক্ষত যুবক-যুবতীদের আপনি প্রার্থী করলেন—দেখতেও ভালো লাগলো, শুনতেও ভালো লাগলো তাদের বক্তব্য। কিন্তু বলুন তো জামুড়িয়া খনি অঞ্চলের মানুষ জে.এন.ইউ কিংবা ঐশী ঘোষ জানে? স্থানীয়ভাবে উঠে আসা কোন অভিজ্ঞ যুবক-যুবতীকে প্রার্থী করা গেলে ভালো হতো। বুর্জোয়া দলের মতো নির্বাচনে প্রার্থী-চমক দিয়ে কোনো কাজ হল না। আসলে নির্বাচনী ক্ষেত্রে বামপন্থীরা বিশ্বাস হারিয়েছেন, সেই বিশ্বাস ফেরাতে হলে গণআন্দোলন করতে হবে আবার। ক্ষমতায় নেই বলে দেখবেন গণসংগঠনগুলি ও কঙ্কালসার হয়ে গেছে, ধুঁকছে। অথচ ছাত্র-আন্দোলনের অনেক জ্বলন্ত ইস্যু তৈরি হচ্ছে, সংগঠন নীরব থেকে যাচ্ছে।

সবশেষে সারদা-নারদা-আমফান দুর্নীতির কথা বলে শেষ করব। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বামপন্থীরা ভাবেন, এত বড় বড় ইস্যু, দুর্নীতি—সরকারের পতন হচ্ছে না কেন? এই দুর্নীতি আমাকে-আপনাকে যেভাবে নাড়া দেয় গ্রামের অসংখ্য আম-জনতার কাছে তার কোনো তাৎপর্যই নেই। যেমন তারা পরমাণুচুক্তির অভিশাপ বুঝতে অপারগ ছিল, আমফান, সারদা-নারদাও তাই। তাদেরকে বোঝানোই যায়নি। বোঝাতে পারেননি। সারদায় সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া মানুষদের নিয়ে বেশি দিন কেন আন্দোলন করানো গেল না। খোঁজ নিয়ে দেখুন তারা কোনো-না কোনোভাবে শাসকদলের কাছে কিছু পেয়ে গেছে ক্ষতিপূরণস্বরূপ। অথবা জোরালো বামপন্থী আন্দোলনের ব্যর্থতাই সেক্ষেত্রে দায়ী।

যে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, তার মধ্যে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল সারা ভারতে দৃষ্টান্তমূলক, তার উলটপূরণ শুরু হয়েছে। এখন গ্রাম পঞ্চায়েত নেতা ও প্রশাসকের মুক্ত বিচরণক্ষেত্রে। জনগণের সেখানে কোনো ভূমিকাই নেই। বামফ্রন্ট কৃষকসভার পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে আবার গণতন্ত্রের তৃণমূল স্তরে গণআন্দোলনের ডাক দিয়ে আমজনতার চিন্তা স্রোতের অভিমুখের বদল ঘটাতে পারে। গণসংগঠনগুলিকে এখন দলের পিঞ্জরে আবদ্ধ না রেখে মুক্ত বিহঙ্গের মতো খুলে দিন। একদিন ঠিক সুফল পাবেন।

xÄ¢‚ßþñ!`þ

বংশীবাদক

শিবানন্দ পাল

মন খারাপ হলেই শ্যামল বাঁশিতে সুর তোলে। তার হৃদয়ে বাস করে রবীন্দ্রনাথ। তার উতলা বাঁশির সুরে ঝিরি ঝিরি বাতাস বইতে থাকে। কাছাকাছি যারা উপস্থিত থাকে সকলের বুক ছাপিয়ে সুর ছড়িয়ে যায় দূরে বহুদূরে।

জীবন মৃত্যুর পেন্ডুলামটা হাসপাতালেও যেন থমকে দাঁড়ায়। বেবাক মানুষ শুনে থ মেরে যায়। ডাক্তার বদ্যির এই সাকিনে এমন মধুর সুরে বাঁশি ... কে বাজায়?

শহরের হাসপাতাল এখন কোয়ারান্টিন সেন্টার। অন্য রাজ্য থেকে ফেরায় একগুচ্ছ পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে সেখানেই ঠাঁই হয়েছে আগুরি পাড়ার পিপুলতলার বাসিন্দা শ্যামলের। সম্বল বলতে একটা ব্যাগ, আর তাতে একগুচ্ছ বাঁশি।

হাসপাতালে শয্যাসংখ্যার থেকে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। অনেকেই মেঝেতে বিছানা পেতে নিয়েছে। শ্যামলের জুটেছে একটা ক্যাম্প খাট। মেন দরজার কোলাপসেবল গেটের পাশে একচিলতে ফাঁকা জায়গায় তার ঠাঁই মিলেছে। ওই খাট এখন তার সাময়িক ঘরবাড়ি।

তার সবসময়ের সঙ্গী শালগ্রাম শিলা, রাধাগোবিন্দের মূর্তি আর বাবা-মায়ের একটা ছবি। ধর্মপ্রাণ শ্যামল সেগুলো পুজো করে। কিন্তু এখানে পুজো করতে পারে না, ধূপ দেখায় শুধু। প্রতিদিন এগুলোতে পুজো নিবেদন করে প্রার্থনা জানায় দারিদ্র থেকে মুক্তির। শুধু নিজের জন্য নয়, সবার জন্য। দীর্ঘদিনের অভ্যেস।

কোয়ারান্টিন জীবনে বিচ্ছিন্নতায় কারোর মনে বিষন্নতার মেঘ জমলেই শ্যামল টের পায়। বাঁশিতে ফুঁ দেয় তখন। সকাল সন্ধ্যে তার বাঁশির সুরে মুগ্ধ সকলে। মাঝে মাঝে কান্নার রোল যখন স্তব্ধ করে দেয় হাসপাতালের চত্বর, তখনও শ্যামলের বাঁশির সুর শোকের আবহকে টেনে তুলে নিয়ে যায় পাশের পাহাড়ের মাথায়। সেখানে তার বাঁশির সুর তখন নৃত্য করে। আর সেই নৃত্যের ছন্দ ঢেউ খেলে ছড়িয়ে যায় পাহাড়তলীর প্রান্তরে।

লখনৌতে বসেছিল সঙ্গীতের আসর, মার্চের মাঝামাঝি সময়ে। আমন্ত্রণ এসেছিল শ্যামলের কাছে সেখান থেকে। পিঠে ব্যাগ নিয়ে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু আট দিনের অনুষ্ঠান করোনার আবহে শেষ হয়ে যায় পাঁচ দিনে। তারপর প্রায় আড়াই মাস লখনৌতে গৃহবন্দি ছিল। শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালু হওয়ায় ঘরে ফেরার বাসনায় চেপে বসেছিল। কোনো রকমে একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিল লখনৌতে উদ্যোক্তারাই।

অন্য রাজ্য থেকে ফেরায় স্থান হয় পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া ঝাড়খণ্ডের প্রান্তিক স্টেশনের এই কোয়ারান্টিন হাসপাতালে। কোয়ারান্টিনে বন্দি মানুষ কিংবা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী, এখানকার সাফাইওয়ালা, ঝাড়ুদার সকলেই শ্যামলের বাঁশির ভক্ত।

সেন্টারের দেখভাল করে যে স্বেচ্ছাসেবক, খাদ্য সরবরাহ কর্মী, সবাই তার সুরের মায়ার বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। সে কারণে সাতদিনের কোয়ারান্টিন শেষ হওয়ার মুখে আবার লকডাউন শুরু হওয়ায় আরও কিছুদিন এখানে থাকার সুযোগ পেয়েছে শ্যামল। তার বাঁশি শোনার আগ্রহ সকলের। মহকুমা শাসক একদিন জেনে, শুনে গিয়েছেন তার বংশীবাদন। প্রশংসাও করেছেন।

শ্যামলের ব্যাগে আছে ৪০টা বাঁশি। সুরের তারতম্যে বাঁশি পাল্টাতে হয়। মন খারাপ হলেই শ্যামল বাঁশি বাজায়। পছন্দমতো বাঁশি তুলে নেয়। কাউকে মন খারাপ করে বসে থাকতে দেখলেই তার বাঁশি বেজে ওঠে।

বিশেষ করে কোয়ারান্টিন সেন্টারে সবাই বাড়িঘর ছেড়ে এসেছে, প্রিয়জনদের ছেড়ে আছে। মন খারাপ সকলের। মন খারাপ হলে বাঁশির সুর সবারই ভালো লাগে। কোয়ারান্টিন শেষ হলে জীবন তাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে জানে না শ্যামল। শুধু জানে বুকের পাঁজরের ফাঁক থেকে হাওয়া তুলে আনতে হবে তাকে সুরের জন্য। বাঁশি বাজিয়ে সামান্য কিছু রোজগার হয়! ধূপকাঠি কেনার পয়সা হয়।

শ্যামলের নিজের বাড়িঘর নেই। ভাড়ার একটা বাসা আছে। তিন মাস পার হয়ে গেছে। টাকার অভাবে ছেলেদের ভালো করে লেখাপড়া শেখাতে পারছে না। বড় ছেলে বারো ক্লাস পড়ে, কাপড়ের দোকানে কাজ নিয়েছিল। ঘরবন্দিতে সেটাও গিয়েছে।

কোভিড পরিস্থিতি। এর মধ্যেই নির্বাচন হয়ে গেল। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হলো না। রেজাল্ট বেরোবে। তার ছেলেটো কী পাস করবে? তারা কেউই ভ্যাকসিন নিতে পারেনি। শ্যামল ঘরে ফিরলে ব্যবস্থা করতে হবে। কেমন জগাখিচুড়ি চলছে জীবনটায়। কি যে হবে বুঝতে পারে না সে। ছোট ছেলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। তার নিজের একটা মাথার ওপরে ছাদ আর মাসে মাসে সামান্য কিছু আর্থিক সংস্থান যদি হয় জীবন কিছুটা আশ্বস্ত হয়।

প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছে, কিন্তু কি হবে! যা সব ঘটছে চারপাশে! কাটমানি! সে নয় কিছু দেওয়া যাবে, যদি কিছু পাওয়া যায়!

সেতো অসংগঠিত শ্রমিক নয় যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টা প্রকল্পে টাকা পাবে! লখনৌতে থাকতে এক পরিযায়ী শ্রমিক তার দশা দেখে আবেদন করতে বলেছিল। সেই ছেলেটাই কিভাবে ফর্ম ভরে দিয়েছিল। মে মাস পার হয়ে গেছে, শ্যামলের কাছে কোনো মেসেজ আসেনি।

তার জবকার্ড নেই। শুনছে পশ্চিমবঙ্গে অগুন্তি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক আছে। শিল্পের পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রেও নাকি অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা কোটি ছুঁয়েছে। শ্রম দপ্তরের হিসাব আবেদনকারীর সংখ্যা অনেক কম। তাহলে তো প্রত্যেকেরই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু খবরের কাগজ বোঝালো ৮০ শতাংশের মেলেনি। সবার আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে। তার ভাগেও শিকে ছেঁড়েনি।

শ্যামল নিজেকে ভাবে সেকি ওদের দলে মিছিল করে না, মিটিংয়ে যায় না বলে! তার তো এসসি এসটি সার্টিফিকেটও নেই! আগুরিদের কী ওবিসি হয়! শ্যামল জানে না। সে কেবল বাঁশি বাজানোর কাজটাই পারে!

দিল্লি, মুম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এমনি বহু জায়গা থেকেই অনুষ্ঠানে বাঁশি বাজানোর জন্য সে ডাক পায়। কিন্তু এখানে কেউ তাকে সেভাবে ডাকে না। গেঁয়ো যোগীদের বলে নাকি ভিখ মেলেনা। বাইরে গেলে তার কিছু উপার্জন হয়!

তিন মাস হয়ে গেল পুরোপুরি উপার্জন হীন। তাকে কী এবার ভিখারি হতে হবে!

শালগ্রাম শিলা, রাধাগোবিন্দের মূর্তি আর বাবামায়ের ছবিকে প্রতিদিন ভক্তিভরে প্রণাম করে শ্যামল। আর একটু বাঁশি বাজিয়ে শোনায়।

লক্ষ্ণৌয়ের অনুষ্ঠানের জন্য গিয়ে এবারে শ্যামল কোনো টাকা পায়নি। চাইতেও পারেনি। ফেরার টাকার ব্যবস্থা ওরাই করে দিয়েছে। তাছাড়া খাওয়া থাকার ব্যবস্থা ওরাই করেছিল। উদ্যোক্তাদের একজন ওর বাঁশির সুরে মোহিত হয়ে পাঁচশো টাকা দিয়েছিল হাতে। টাকা দেওয়া হয়নি তাই হয়তো একটু তোয়াজ করেছে। সে টাকা খরচ করেনি শ্যামল, পরিবারের জন্য জমিয়ে রেখেছে।

করোনা যে কবে কাটবে! কবে কাটবে বিষাদের এই সময়, ভাবতে পারে না। আগের সরকার যখন ছিল, ছেলেদুটোর বয়স ছিল কম। খরচও ছিল কম। কবিয়ালদের সঙ্গে দু একবার বাঁশি বাজিয়ে সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিল সে। তাতেই এতগুলো বাঁশি কেনা। এখন তো সরকার কোনো অনুষ্ঠানে বাঁশিওয়ালাদের ডাকে না! তার তো কোনো দল নেই!

ঝকঝকে হাসি, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার সিনেমার নায়ক সুশান্ত হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসল। টিভিতে মাস খানেক ধরে কত কথা আলোচনা হলো। কাগজে কত লেখালেখি হলো। শিশুদের খেলাধুলোতে বেজায় চটে এক বৃদ্ধ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে দোতলা থেকে দুই শিশুকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। মারা গিয়েছে দু বছরের শিশু। বছর ছয়েকের শিশু আহত। তৃতীয় শিশুটিকে ফেলার সময় ঘটনা সবার নজরে আসে। তাকে আর ছুড়ে ফেলতে পারেনি।

খবরের কাগজে, টিভিতে দুদিন খুব আলোচনা হলো, তারপর যে কে সেই! বলছে নাকি ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন, হাইপারটেনশন এইসব রোগীর সংখ্যা চারপাশে বাড়ছে। করোনা নাকি এভাবেই তার ধংসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

কোয়ারেন্টিন সেন্টারে টিভিতে শ্যামল দেখে সরকারের বিজ্ঞাপন। দু রকম সরকারই বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে, 'ঘর ঘর মে খানা হ্যায়! করোনা কো হারানো হ্যায়!' কই তাদের ঘরে তো কেউ খাবার দিতে আসে না। কেউ খোঁজখবরও নেয় না! তার বাবা নাকি বাম পার্টি করতো, সেইজন্যই কী?

শ্যামল শুনেছে বহু দিন আগে রোম নগরী যখন জ্বলছিল, রাজা বীণাবাদনে ব্যস্ত ছিলেন! আমাদের দেশে এখন সেরকম এই লকডাউনের মধ্যে কী রাজা মন্ত্রী পারিষদরা সবাই গান শুনছে? দেড় বছর পার হতে চললো করোনা, একই পরিস্থিতি। থম মেরে জীবন দাঁড়িয়ে গেছে। মাথার ওপরে ছাদ ভেঙে ভেঙে পড়ছে, দু বেলা দু মুঠো কী খাবে, অন্নের কোনো সংস্থান নেই। কবে আবার ফের অনুষ্ঠানের ডাক পাবে তাও জানে না। ... ভালো দিন কবে আসবে, প্রতীক্ষায় বংশীবাদক শ্যামল।

সুরক্ষা কিট কেনার জন্য অর্থ দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ মে : কালনা-২ রেড ভলেন্টিয়ার্স কর্মীদের সুরক্ষা কিট কেনার জন্য আজ কয়েকজন অর্থ সাহায্য করেন। কালনা ২ ব্লকের বড় ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাতিস্বর গ্রামের তপন মুখার্জি ছয় হাজার টাকা, তাঁর স্ত্রী অপর্ণা মুখার্জি ৫০০ টাকা, অনুপ গোস্বামী আড়াই হাজার টাকা দান করেন। এই অর্থ তুলে দেওয়া হয় সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক সনাতন টুডুর হাতে। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অশোক ব্যানার্জী, মিতালী মুখার্জী, পিযূষ চ্যাটার্জী, তারাচাঁদ সরেন, সৌম্য চট্টোপাধ্যায়, তরুণ গড়াই, পারিজাত ব্যানার্জী প্রমুখ।

ভাবনারা নিঃশব্দে জাগে

কৃষ্ণা কর্মকার

ভাবি, খুব ভাবি,
একদিন গন্তব্য ভুলে এলোমেলো পায়ে হেঁটে যাবো,
বুকে থমকে থাকা ঝোড়ো বাতাসটাকে বের করে
গাছেদের গায়ে মেলে দেবো একদিন,
মনে মনে আওড়ানো কথাদের একদিন হাতে নিয়ে
নক্ষত্রের মতো সাজিয়ে দেবো আকাশের গায়ে,
সকালের সূর্যের গায়ে পরিয়ে দেবো একদিন
অব্যক্ত ভালোবাসার নামাবলী,
হৃদয়ের রঙে তুলি ভিজিয়ে চাঁদের বুকে এঁকে রাখবো
একদিন গোপন অভিসারের মানচিত্র,
নদীর জলে বাসি ফুল ভাসানোর মতোই
ভাসিয়ে দেবো একদিন,
পাট পাট করে সাজানো,
ন্যাপথলিনের গন্ধমাখা দিনরাত্তিরগুলো,
পাদপ্রদীপে আলোকিত অভিনয় মাঝখানে ভেঙে
মঞ্চ ছেড়ে চলে যাবো একদিন
কাঁচা আলপথ ধরে, উদ্দেশ্যহীন।

ভাবি, খুব ভাবি,
খোলা প্রান্তরের মতো,
এই হৃদয় একদিন স্পষ্ট আলোয় মেলে দেবো,
স্পষ্ট ভাষায় বলে যাবো একদিন,
তোমাদের মাঝে থেকেও আমি ছিলাম না কোনোদিন
তোমাদের কাছে আমি মনে মনে থাকি না কোনোদিন
তোমাদের পথে আমি মনে মনে আসি না কোনোদিন ।

ভাবি, খুব ভাবি,
রাতের জানালায় খোলা চোখ পেতে,
ভেবে যাই ...... আর ভেবে যাই ....

প্রকাশ্য দিবালোক পেলে জিভে কি পদ্মকাঁটা ফোটে ?

পঁচিশে বৈশাখ দিল ডাক

দিলীপ সাঁতরা

পঁচিশে বৈশাখ দিল ডাক
রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই লোক
পঁচিশে বৈশাখ মানে শান্তিনিকেতন
জোড়াসাঁকো মরকতকুঞ্জ রবীন্দ্র সদন।
সাত-আট অথবা নয় মে মাসে
ঘুরেফিরে আসে বৈশাখের শেষে
মনে পড়ে রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্যের তাল
ঘোরে ফেরে হাজারো উপেনের দল।
মনে আসছে জন্মদিবসে তোমার গোরাকে
বাঁচাতো বুঝি আজ বাংলার সংস্কৃতিকে
কবি তোমার দেওয়া একলা চলার ডাক
তাই পিছবো না আর যত পিছু টান থাক।

ছড়ি

তপোময় ঘোষ

কভিড উনিশ
ক্ন মল গুনিস
তাল নাকি তিল
গণনায় গরমিল
কোথায় আসল তথ্য
কোনটা মিথ্যা কোনটা সত্য?
তথ্য না হলে সঠিক
গবেষণায় মিলবে কোনো দিক?
সঠিক তথ্য পেলে
গবেষণায় ফল মেলে।
তাই তাড়াতে কোভিড উনিশ
সঠিক সংখ্যাটা গুনিস।

দোহাই

রীতা বসু(ধর)

দোহাই তোমাদের
রাজনীতির মধ্যে
ধর্মকে নামিয়ে
এনো না।
ধর্ম মানুষের
একটাই
মানুষকে ভালোবাসা।

পালক

সঞ্জয় লাহা

তপ্ত মরুদ্যানে বইছে শান্ত জাহ্নবী
সর্ষেক্ষেতে ভুত দেখেছে আঙুল চোষা কবি

বদান্যতায় ডাক পেয়ে যায় পাঠ্যপুস্তকে
নিলাম হলে মন দেখো ঠিক ছাপ পড়ে যায় ত্বকে

কষ্ট হয় যখন তখন বইলে হাওয়া প্রাণে
নিরুদ্দেশরা বদলে যায় প্রতিটি অঘ্রাণে

বর্ষা হলেই ছাতা খোলে রোদ উঠলেও ছাতা!
তবুও আঁচড় রাত জাগে না মনখারাপের পাতার

বাইরে রাখে শরীর থেকে মন পালানোর ছবি
আলতো রাখে কোমল চরণ নরম কাদায় কবি

এ ঘর আলো সূর্যালোকে ও ঘর চন্দ্রমায়
আজ পৃথিবী ঘুরছে বলেই নূপুর বাঁধে পায়

শূন্যগুলো সাজিয়ে মুঠোয় রঙিন হয়ে সাজে
উড়তে উড়তে পালক পড়ে কাঠেরই এসরাজে

দিগন্তরেখা

দেবব্রত হাতী

ভাসমান মেঘের খেলা,
দিগন্তরেখা রাঙায়।
ব্যাকুল মনের ভেলা,
সীমারেখা ছাড়ায়।
না বলা কথা, মনের চলা,
সময়ের সাথে গড়ায়।
রাখাল ছেলে চরায়না গরু,
নিয়ম করে স্কুলে যায়।
মনের সুখে সাত রঙে,
কত ছবি এঁকে যায়।
দিগন্তের বেড়া ভেঙে,
ছুঁতে চায় মহাকাশ।
কালের নিয়মে ছুটে চলে,
পায়না আগের অবকাশ।

সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৩ মে: সিপিআইএমের পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটি এলাকার দরদী সদানন্দ বসাকের (৫৭) জীবনাবসান হয়েছে। তিনি আজ সকাল সাড়ে নটা নাগাদ গোপীনাথপুর গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। স্থানীয় এক ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ বাড়িতে আনার খবর শুনে ছুটে আসেন সিপিআইএমের বহু নেতা কর্মী এবং অনুরাগীরা। তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা রুহিদাস বিশ্বাস, আশীষ ঘোষ, প্রকাশ বসাক, সীতানাথ বসাক প্রমুখ স্থানীয় শ্মশানঘাটে তার শেষকৃত্য সমাধা হয়। কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি সিপিআই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন। ২০০৬ সালে তিনি সদস্যপদ লাভ করেন। তার স্ত্রী তিন ছেলে এবং এক কন্যা বর্তমান।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ মে : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির পার্টি সদস্য সময় মান্ডির (৫৯) জীবনাবসান হয়েছে। আজ সকালে চাগ্রামে একজন চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারে তিনি চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন। সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু দেখার পর তার মৃত্যু ঘোষণা করেন। মৃতদেহ সেখান থেকে কালনা ২ নম্বর ব্লকের কাঁচরাগড় গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলে অসংখ্য পার্টি নেতা কর্মী অনুরাগীরা ছুটে আসেন। মৃতদেহের বুকে রক্তপতাকা চড়িয়ে ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান শ্রীকুমার দুবে, উদয় গোস্বামী, মোহাম্মদ শাহ, অশোক গোস্বামী, অশোক ঘোষ প্রমুখ। সেনেরডাঙা আদিবাসী শ্মশানে এদিন তার শেষকৃত্য সমাধা হয়। সময় মাণ্ডি ১৯৮৩ সালে কৃষক আন্দোলন-এর মধ্যে দিয়ে সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ অর্জন করে। আমৃত্যু তিনি সেই পদেই আসীন ছিলেন। পূর্বতন কালনা-২ পশ্চিম লোকাল কমিটির সদস্যের পদ দায়িত্বের সঙ্গে সামলেছেন। তিনি বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান উভয় পদই খুবই দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী এবং এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন

- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি

৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১

Visit our website : **www.natunchithi.co.in**
email : weeklynatunchithi@gmail.com

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

প্রান্তজন—আত্মজন (৭)

রত্না রশীদ

রেলগাড়ি খেলায় আমরা ছড়া বদলে নিয়েছিলাম সেটা আগেই বলেছি। ছোটো হলে কি হবে, রেল-কলোনীর সমস্ত বাচ্চা রেল অ্যাক্সিডেন্ট সম্পর্কে আতঙ্কিত থাকতো। আরো তো কতো দিকে কতোই বাস, লরি, বাইক বা অন্যান্য খবর শোনা যেতো, খারাপ লাগতো ঠিকই, কিন্তু রেল অ্যাক্সিডেন্টের খবর পাওয়ার মতো আতঙ্কিত হতাম না।

একদিন বিকেলে অমনি আমরা দলবেঁধে হাডু-ডু খেলছি, এমনি হঠাৎ করে লোকো শেড থেকে তীব্র সাইরেনের মতো আওয়াজ ভেসে এলো। অমনি আমরা সতর্ক—খেলা বন্ধ। পরপর দুটো ছোট ছোট সাইরেন। অমনি কাঁদতে বসলো খোকন, আমার বাবা ডিউটিতে গাড়ি নিয়ে গেছে। যতো বলি, আমরা বাকি সবাই মিলে—ওরে অতো ভয় পাস না। কিচ্ছু হবে না কাকুর। দেখ্ মোটে তো ছোট ছোট দুটো সাইরেন, তার মানে কোনো বড় অ্যাক্সিডেন্ট নয়। হয় লোকোশেডেই কোনো ইঞ্জিনের চাকা পড়ে গেছে, নয়তো কারশেডে ছোটোখাটো কিছু হয়েছে। তুই কাঁদছিস কেন?

আমাদের কথা শুনে খোকনের একমুখ হাসি,—ঠিক বলেছিস তো। বাবা আমাদের বুঝিয়ে বলেছে, ছোট সাইরেন মানে খুচখাচ্ কিছু। দুটো ছোটো একটা বড়ো সাইরেন মানে মালগাড়ির চাকা ডিরেলড্ (এই ইংরিজিগুলো আমাদের পিতৃভাষা ছিলো), আর ছোটো ছোটো তিনটের পর একটা অ-নে-ক লম্বা সাইরেনের মানে হলো ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট। এটা তো ছোটো, তার মানে আমার বাবা ভালো আছে, চল্ আবার খেলি।

খুব ছোটো থেকেই এইসব সাংকেতিক রেল-সাইরেনের অর্থাবলি আমাদের আত্মস্থ থাকতো। বাড়ির হেড অফ দ্যা ফ্যামিলি প্রাণসম্বল করে ডিউটিতে বেরোলে আমরাও নিজের নিজের প্রাণ হাতে করে কান খাড়া সাইরেনের অর্থ উদ্ধারে নেমে পড়তাম, রেলের চাকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতো গোটা রেল কলোনীর বাঁচন মরণ।

আমি কখনো দূরতম স্বপ্নেও ভাবনি, এই রেল আমাদের নিজেদের না থেকে অন্য কোনো শক্তিশালী রাক্ষসের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে! এখন আমার ছোটোবেলার সঙ্গীসাথীরা কে কোথায় ছিট্‌কে গেছে কে জানে! কার গলা ধরে আশমান জমিন ভেদ করা কান্না কাঁদবো—ওরে সারা ভারতের লাইফলাইন গলা টিপে বন্ধ করে দিচ্ছে রে—এই জন্যে মায়ের আঁচল ধরে রোদে পুড়ে জলে ভিজে না-খেয়ে, না-দেয়ে রেল-আন্দোলন করেছিলাম রে? মাসের পর মাসব্যাপী এক্সিডেন্টে থাকার জন্য পেটে কিল্ মেরে থেকেছিলাম রে? আমার এই ব্যক্তিগত শোক-কান্না সারা ভারতে এখনো কেউ উত্তাল হয়ে উঠলো না।

পরিচিত মহলে ছোটবেলায় একটা আফশোষ বাক্য সব সময় কানে বাজতো, রেলে চুরি বন্ধ হলে রেলের লাইনগুলো পর্যন্ত সোনা দিয়ে গড়ে দেওয়া যেতো। হবে হয়তো। আমি দেখেছি গরিব ক্লিনার ট্রিনার বা অল্প মাইনের চাকুরেরা বাড়ি ফেরার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে আনছে তেলঝুল উনুন জ্বালাবার জন্যে। এক ব্যাগ কাঁচা কয়লা রান্না করার জন্যে। আরো ছিলো রেলের খাতাপেন চুরি করনেওয়ালা। এই চোরদের কারো বাবা-কাকা বলে ভাবতে ওই বয়েসেই লজ্জা লাগতো। এই কর্পোরেট সর্বগ্রাসী চোর তখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি।

(চলবে)

প্রবীণ পার্টিদরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ মে : কালনা-২ এরিয়া কমিটি এলাকার প্রবীণ সিপিআই(এম) দরদী গোবিন্দ মালোর (৮১) জীবনাবসান হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।

কালনা-২ ব্লকের সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শতপটি মালোপাড়ার বাড়িতেই তার চিকিৎসা চলছিল। গতকাল বিকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অসংখ্য পার্টিকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

তার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেন সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটি সম্পাদক সনাতন টুটু, কমল রায়, মোহাম্মদ শাহ প্রমুখ। স্থানীয় কালনা শ্মশানঘাটে শেষকৃত্য সমাধা হয়।

সুনীল মণ্ডল জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ মে গুসকরা : গতকাল রাতে সিপিআই(এম) গুসকরা পশ্চিম এরিয়া কমিটি অন্তর্গত এড়াল শাখার সিপিআই(এম) সদস্য সুনীল মণ্ডল (৭৬)এর জীবনাবসান হয়। তিনি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর খবর শোনার পর আজ সকালে সিপিআই(এম) নেতা সুরেন হেমব্রম, অনুনয় মণ্ডল, শিবদাস কিস্কু, অপূর্ব মজুমদার প্রমুখরা তাঁর চণ্ডীপুর বাসভবনে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা ও পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সুনীল মণ্ডল আউসগ্রাম মঙ্গলকোট থানা এলাকার পার্টি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মামা কালিদাস মাজির গুসকরায় বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়াশোনা করতে এসে ছাত্র অবস্থা থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। যুক্তফ্রন্ট ভাঙার সময় এবং সত্তরের দশকে উত্তাল জনজাগরণের সময় তিনি সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলনের নেতা প্রয়াত মহবুব জাহেদীর সান্নিধ্যে এসে পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন।

বছর দুয়েক আগে তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েছিলেন। সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক ও জেলা কমিটি সদস্য আলমগীর মণ্ডল সুনীল মণ্ডলের প্রয়াণে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন তার পুত্র ও কন্যাকে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া রয়েছে, অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।
-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

কোভিড সতর্কতা

কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের ছোবলে বেসামাল দেশ তথা রাজ্য। অক্সিজেন ও ওষুধের হাহাকার দেশ জুড়ে। সকলে সতর্ক থাকুন।

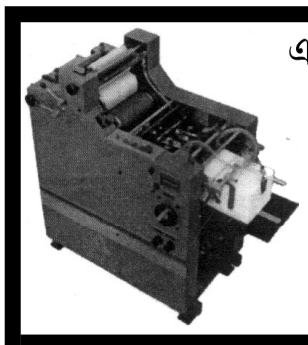

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

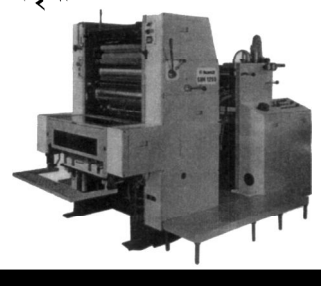

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা